দ্য ম্যাড সায়েন্টিস্ট

জর্জ এবং আমি সাধারণত রেস্টুরেন্টে বা পার্কে বসে আড্ডা দিই। কারণটা সরল: আমার স্ত্রী জর্জকে পছন্দ করে না। তাই ওকে বাড়িতে নিয়ে যেতে ভরসা পাই না।

সেদিন আমার স্ত্রী বাড়ি ছিল না। জর্জ জানত সেটা। বিকেলবেলা হাজির হয়ে গেল আমার বাসায়। দরজা থেকে একজন মানুষকে ফিরিয়ে দেয়া খারাপ দেখায়, তাই ওকে ভেতরে আসতে বললাম। তবে ওকে দেখে খুশি হতে পারিনি। কারণ লেখালেখির প্রচণ্ড চাপ। লেখা জমা দেয়ার শেষ তারিখ জানিয়ে দিয়েছেন প্রকাশক, ওদিকে এক গাদা প্রুফ দেখাও বাকি।

'কিছু মনে করো না,' বললাম আমি। 'প্রুফগুলো না দেখলেই নয়। তুমি বরং বই-টই পড়।'

আমার প্রস্তাবে জর্জ রাজি হয়ে যাবে আশা করিনি। সে আমার দিকে এক সেকেন্ড কটমট করে তাকাল। তারপর প্রুফের পাহাড়ের দিকে আঙুল তুলে দেখাল, 'এভাবে কতদিন ধরে চালাচ্ছেন?'

'পঞ্চাশ বছর,' বিড়বিড় করলাম আমি।

'কম দিন তো হল না,' বলল ও। 'এখনো এসব ছাড়ছেন না কেন?'

'কারণ,' স্পষ্ট গলায় জবাব দিলাম আমি, 'আমাকে প্রচুর টাকা আয় করতে হয় আমার সেইসব বন্ধুদের জন্যে যাদের আমার টাকা দিয়ে পেট পুজো না করলে চলে না।'

খোঁচাটা ইচ্ছে করেই দিলাম। কিন্তু এসব গা সওয়া হয়ে গেছে জর্জের। বলল, 'পঞ্চাশ বছর ধরে পাগল বৈজ্ঞানিকদের নিয়ে গল্প লিখতে লিখতে তো আপনার মস্তিষ্ক বাদামের মতো ছোট হয়ে যাবার কথা।'

উল্টো আমিই খেলাম খোঁচাটা। তীক্ষ্ণ গলায় বললাম, 'আমি পাগল বৈজ্ঞানিকদের নিয়ে গল্প লিখি না। কমিক লিখিয়ে ছাড়া সায়েন্স ফিকশন

www.banglainternet.com

জগতের অন্য কেউ এ কাজ করে না। প্রাগৈতিহাসিক যুগে পাগল বৈজ্ঞানিকদেরকে নিয়ে লেখা হতো, এখন আর হয় না।'

'কেন?'

'কারণ, ওসব বিষয় পুরনো হয়ে গেছে। তাছাড়া বিজ্ঞানীদের পাগলামিও গুজব ছাড়া কিছু নয়, গতানুগতিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ। পাগল বিজ্ঞানী বলে কিছু নেই। কেউ কেউ খেয়ালি, তবে পাগল নন।'

'তবে এক পাগল বিজ্ঞানীর সঙ্গে এক সময় আমার পরিচয় ছিল,' বলল জর্জ। 'তার নাম মার্টিনাস অগাস্টাস ড্যানডার। নামটা শুনেছেন?'

'কক্ষনো শুনিনি,' জোর করে প্রুফে চোখ রাখতে রাখতে বললাম আমি।

'উনি খুব বিখ্যাত কেউ এমন দাবি করব না,' আমার প্রুফ দেখা একেবারেই পাত্তা না দিয়ে বকবক করেই যেতে লাগল জর্জ।

'তবে ভোঁতা, সজ্জন, নীরস— যেমন আপনি— ওঁকে পাগল বলেই মনে হবে। গল্পটা শোনাই তাহলে—'

'পরে,' বললাম আমি।

যদিও লক্ষ করছি ছেলেমানুষের মতো ব্যস্ততার ভান করছেন আপনি [বলল জর্জ] তবে গল্পটা শোনার জন্যে মনে মনে ঠিকই উত্তেজিত হয়ে আছেন, ঠিক আছে আপনাকে খিদের মধ্যে আর রাখব না। বলছি গল্পটা।

আমার ভালো বন্ধু, মার্টিনাস অগাস্টাস ড্যানডার ছিল একজন পদার্থবিদ। সে টেনেসির মুডলার্ক ইউনির্ভাসিটি থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করে এবং ফ্ল্যাটবাশ করেসপন্ডেন্স স্কুল অব দি ফিজিক্যাল সায়েন্সে ফিজিক্সের প্রফেসর হিসেবে যোগ দেয়। এ ঘটনা সে সময়কার।

আমি ওর সঙ্গে প্রায়ই স্কুল ক্যাফেটেরিয়ায় লাঞ্চ করতাম। জায়গাটা ড্রেক্সেল ও অভিন্যু ডি'র কোনায়। ওখানে বসে লাঞ্চ খেতে খেতে সুখ-দুঃখের গল্প বলত মার্টিনাস।

পদার্থবিদ হিসেবে যথেষ্ট প্রতিভাবান ছিল ও, তবে একটু কর্কশ স্বভাবের। আর ফিজিক্স সম্পর্কে নিজের দৌড় যেহেতু নিউটন পর্যন্ত, কাজেই মার্টিনাসের প্রতিভা যাচাই করার ক্ষমতা আমার ছিল না। অবশ্য মার্টিনাস দাবি করত সে খুব ব্রিলিয়ান্ট, আর একজন ব্রিলিয়ান্ট পদার্থবিদই প্রতিভা যাচাই করার ক্ষমতা রাখে। ওর আচার-আচরণ কর্কশ হয়ে ওঠার পেছনে একটা কারণ ছিল। ওকে কেউ তেমন পাত্তা দিত না। মার্টিনাস

www.banglainternet.com

আমাকে বলত, 'জর্জ, ফিজিক্সের জগতে সবকিছুই নির্ভর করে যোগাযোগের ওপর। আমার যদি হার্ভার্ডের ডিগ্রি থাকত, পড়াশোনা করতাম ইয়েলে কিংবা এম আই টিতে অথবা ক্যালটেকে, নিদেন কলম্বিয়ায়, জগতবাসী হাঁ করে আমার প্রতিটি কথা গিলতো। কিন্তু পুরনো, অখ্যাত মুডলার্ক ভার্সিটি থেকে পাস করে ফ্ল্যাটবাশ সিএসপিএস-এ অধ্যাপনা করি বলে আমাকে কেউ দাম দিতে চায় না।'

'ফ্ল্যাটবাশ সম্ভবত আইভি লিগের সঙ্গেও জড়িত নয়।'

'ঠিক ধরেছ,' বলল মার্টিনাস। 'এটা আইভি লিগের অংশ নয়। আরো বাজে ব্যাপার, এ স্কুলের ফুটবল টিম পর্যন্ত নেই। তবে, 'আত্মপক্ষ সমর্থনের সুরে যোগ করল সে, 'কলম্বিয়ারও নেই, তারপরও আমাকে কেউ পাত্তা দিতে চায় না। ফিজিক্যাল রিভিউজ আমার রিসার্চ পেপার ছাপাবে না। অথচ ওগুলো অতিশয় চমৎকার, বৈপ্লবিক এবং কসমিক্যালি গুরুত্বপূর্ণ।' (এ সময় ওর চোখ অদ্ভুতভাবে জ্বলজ্বল করছিল আপনার মতো বাস্তববাদী লোকের মতো যাদেরকে পাগল বলা চলে)। তবে ওগুলো শুধু ফিজিক্যাল রিভিউ'ই প্রত্যাখ্যান করেনি , প্রত্যাখিত হয়েছে— আমেরিকান জার্নাল অব কসমোলজি, কানেক্টিকাট বুলেটিন অব পার্টিকল ইন্টারঅ্যাকশনস, এমনকি লাটভিয়ান সোসাইটি অব ইমপারমিসিবল থট পত্রিকা দ্বারাও।'

'খুবই খারাপ কথা,' মন্তব্য করলাম আমি। 'তুমি ভ্যানিটি প্রেসে চেষ্টা করেছিলে ?'

'স্বীকার করছি,' বলল সে, 'মাঝে মাঝে আমি একটু কাণ্ডজ্ঞানহীনের মতো আচরণ করি বটে, তবে আমার পৃথিবী কাঁপানো তত্ত্ব কখনোই পয়সার বিনিময়ে ছাপব না।'

'তোমার পৃথিবী-কাঁপানো তত্ত্বটা আসলে কী ?' ক্ষীণ কৌতূহল নিয়ে জানতে চাইলাম।

ডানে-বামে চোরাচোখে চাইল মার্টিনাস দেখতে যে আশপাশে তার কোনো সহকর্মী আছে কি না। সৌভাগ্যক্রমে যে দু'একজন ছিল তাদেরকে দেখলাম রাস্তার ধারের আবর্জনার ক্যান নিয়ে ব্যস্ত। মার্টিনাসের চোখে স্বস্থির ছাপ ফুটলো তার স্কুলের কাউকে দেখতে না পেয়ে।

সে শুরু করল, তোমাকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা আমি দেব না। কারণ আমার প্রায়োরিটি বজায় রাখতে হচ্ছে। অঙ্ক নিয়ে জটিল ব্যাপারগুলোও এড়িয়ে যাব। বড়জোর ফলাফল সম্পর্কে একটা আভাস দিতে পারি। আমার

www.banglainternet.com

ধারণা তুমি জান, যথেষ্ট শক্তি যদি যথেষ্ট পরিমাণে কনসেনট্রেট করা হয় তাহলে ইলেক্ট্রনের সৃষ্টি হয় এবং তৈরি হয় একটি পজিট্রন, বা সাধারণভাবে বলা যায় এক জোড়া পার্টিকল এবং অ্যান্টি পার্টিকল।'

'আমি বিজ্ঞের মতো মাথা দোলালাম। আমি একবার আপনার একটি বৈজ্ঞানিক রচনা পাঠ করেছিলাম, ওল্ডম্যান, ফলে এসব ব্যাপারে কিছুটা জানা ছিল আমার।

বলে চলল মার্টিনাস ড্যানডার, 'পার্টিকল-এবং অ্যান্টি পার্টিকল ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ডের সংস্পর্শে এসে বেঁকে যায়, একটি ডানদিকে, অপরটি বাম দিকে, এবং যদি যথেষ্ট ভ্যাকুম বা ফাঁকা জায়গা থাকে তারা শক্তির রিকনভার্সন ছাড়াই ইনডেভিনিটলি আলাদা হয়ে যায়। আর ভ্যাকুমের মধ্যে তারা কোনো কিছুর সঙ্গে ইন্টারঅ্যাক্ট বা মিথস্ক্রিয়া করে না।'

'হুঁ,' মন্তব্য করলাম আমি। 'ঠিক বলেছ।'

ড্যানডার বলল, 'কিন্তু এই অ্যাকশনের সমীকরণ দু'দিকেই কাজ করে, এটা আমি খুব সূক্ষ্মভাবে প্রমাণ করে দিতে পারব। বলা যায়, একটি পার্টিকল-অ্যান্টি পার্টিকল জোড়া তৈরি করা সম্ভব, পৃথকভাবে, একটি ভ্যাকুমের মধ্যে— কোনো এনার্জি আউটপুট ছাড়াই, কারণ অগ্রবর্তী গতিতে তারাই শক্তি উৎপাদন করে। আবার বলতে পারি, আমরা ভ্যাকুম থেকে সীমাহীন এনার্জি বা শক্তি উৎপাদন করতে পারব, পূর্ণ হবে প্রতিটি মানুষের স্বপ্ন, যারা আলাদিনের জাদুর চেরাগের জন্যে ব্যাকুল। মাঝে মাঝে মনে হয়, মধ্যযুগে আরবি রূপকথার জিনগুলো আমার থিওরির কথা জানত এবং তা প্রয়োগও করত।'

ওল্ডম্যান, দয়া করে এ কথা বলতে আসবেন না যে এ অসম্ভব, কারণ এটা সময়কে পুরো উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দেবে বা বলা যায় এ থিওরিতে থারমোডিনামিক্সের প্রথম এবং দ্বিতীয় সূত্রকে রীতিমতো লঙ্ঘন করা হয়েছে। ড্যানডার আমাকে যা বলেছিল হুবহু তার বক্তব্য আপনার কাছে তুলে ধরছি।

যাক, আবার গল্পে ফিরে যাই—

ড্যানডারের কথা শোনার পরে চিন্তিত গলায় মন্তব্য করলাম, 'কিন্তু মার্টিনাস, দোস্তো, তুমি যা বলছ তাতে সময়টাকে উল্টে দিতে হয় এবং তোমার তত্ত্ব থারমোডিনামিক্সের প্রথম এবং দ্বিতীয় সূত্রকে লঙ্ঘন করে।'

www.banglainternet.com

জবাবে সে বলল সাবঅ্যাটমিক লেভেলে সময় রিভার্স হয়ে যেতে পারে এবং থারমোডিনামিক্সের সূত্র পরিসংখ্যান রুলস, এগুলো ইনডিভিজুয়াল সাবঅ্যাটমিক পার্টিকল-এর জন্যে প্রযোজ্য নয়।

'সেক্ষেত্রে, দোস্তো,' বললাম আমি, 'তুমি তোমার এই বিশাল আবিষ্কার পৃথিবীবাসীকে জানিয়ে দিচ্ছ না কেন?'

'ব্যস, হয়ে গেল?' খ্যাঁকখ্যাঁক করে উঠল ড্যানডার, 'আমি যদি আমার সমসাময়িক কোনো পদার্থবিজ্ঞানীকে তোমাকে এইমাত্র যা বললাম তা বলে দিই তাহলে কী হবে জান? সে এটা নিজের বলে চালিয়ে দেয়ার চেষ্টা করবে। না! আমার দরকার বিখ্যাত কোনো বিজ্ঞান পত্রিকায় থিওরির পুরোটা ছাপিয়ে দেয়া। তাহলে লোকে এর ওর প্রতি মনোযোগ দেবে।'

'তাহলে ছাপাচ্ছ না কেন?'

আমাকে শেষ করতে দিল না ড্যানডার। 'ছাপাতে পারছি না ওই মাথামোটা সম্পাদকগুলোর জন্যে যারা বিজ্ঞানের মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝে না। তুমি জান, জেমস পি জুলির "কনজারভেশন অব এনার্জি"র ওপর লেখাটি একটি বিজ্ঞান পত্রিকা ছাপেনি স্রেফ মদ্যপ বলে তাঁর দুর্নাম ছিল বলে? তুমি জান, অলিভার হেভিসাইড তার গুরুত্বপূর্ণ লেখার প্রতি কারো মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারেনি তিনি স্ব-শিক্ষিত এবং রীতিনীতিবর্জিত প্রতীকী অঙ্কের চিহ্ন ব্যবহার করতেন বলে? আর তুমি কী করে আশা করো যে, আমি, ফ্ল্যাটবাশ সিএসপিএস-এর একজন সদস্য, আমার লেখা ওরা ছাপবে?'

'খুব খারাপ।' সত্যিকারের সহানুভূতি নিয়ে বললাম আমি।

'খুব খারাপ?' ওর কাঁধের ওপর সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে রাখা হাতটা ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল ড্যানডার। 'এই-ই তোমার বলার ছিল? তুমি বুঝতে পারছ আমার লেখাটা ছাপা হলে এবং লোকে ওটা পড়ে আমি ঠিক কী বলতে চাই তা বুঝতে পারলে কী ঘটবে? ওরা দলে দলে আসবে আমাকে কোয়ান্টাম থিওরির এই অসাধারণ অ্যাপ্লিকেশন এবং অ্যাডভান্স-এর জন্যে স্বাগত জানাবে। তুমি বুঝতে পারছ আমি নোবেল প্রাইজ পেয়ে যাব? আমার নাম উচ্চারিত হবে আলবার্ট আইনস্টাইনের সঙ্গে। কিন্তু কোনো সায়েন্টিফিক এশটাবলিশমেন্টের প্রতিভা চিনে নেয়ার সাহস এবং বুদ্ধি নেই বলে আমি আজতক অচেনা-অবহেলিত এবং অবদমিত হয়ে রয়েছি।'

ওর কষ্টটা স্পর্শ করল আমাকে। বললাম, 'মার্টিনাস, তোমার জন্যে বোধহয় আমি কিছু করতে পারব।'

www.banglainternet.com

'আচ্ছা ?' বিদ্রুপাত্মক শোনাল ওর গলা। 'তুমি বোধহয় ফিজিক্যাল রিফিউজ-এর সম্পাদকের চাচাত ভাই ; কিংবা তোমার বোনকে সে রক্ষিতা রেখেছে ; অথবা তুমি হয়তো তার পরেই ওই আসনে বসাতে যাচ্ছ যে কারণে—'

হাত তুলে বাধা দিলাম ওকে, 'আমি কি করব না করব সে আমিই শুধু জানি। প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি তোমার লেখা ছাপিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা আমি করব।'

কথাটা বলার জন্যে আমাকে দুই সেন্টিমিটার লম্বা এক্সট্রাটেরিসট্রিয়ালটির সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে, যাকে আমি অ্যাজাজেল বলে ডাকি, আর তার উন্নত টেকনোলজির সাহায্যেই সে এটা করে দিতে পারবে—

অ্যাজাজেল সব সময়ই তিরিক্ষি মেজাজে থাকে। আমি কিছু করতে বললে সে প্রথমেই 'না' বলে দেবে। তারপর কাজটা করে দেবে। করে দেয় কারণ এ জন্যে সে আমার কাছ থেকে ধন্যবাদ পায়। আর ধন্যবাদের রেওয়াজ বা প্রথা ওদের গ্রহে একদম নেই।

ডাক পেয়ে এবারও যথারীতি মেজাজ খারাপ করে আমার ঘরে এল অ্যাজাজেল। তবে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করার পরে চলে গেল রাগ করে।

তীক্ষ্ণ চিকচিকে গলায় সে বলল, 'বেচারা! সম্পাদকদের সাথে তার সুসম্পর্ক নেই, তাই না ?'

'আমার ধারণা তাই,' বললাম আমি।

'এতে অবাক হবার কিছু নেই,' বলল অ্যাজাজেল। 'সব সম্পাদকই একেকটা দানব বিশেষ। এদের সঙ্গে সুসম্পর্ক তৈরি করা আকাশ কুসুম কল্পনামাত্র। যদি করা যেত তাহলে পৃথিবীটা আরো সুন্দর হয়ে উঠত।' হঠাৎ আবেগ উথলে উঠল ওর কণ্ঠে, 'প্রত্যেকটা সম্পাদককে যদি বিটকেল গন্ধঅলা ম্যারাড্রামের নিচে কবর দেয়া যেত! অবশ্য তাতে লাভ হতো না কোনো। বরং আরো পচা গন্ধ ছুটত।'

'তুমি সম্পাদকদের সম্পর্কে জানলে কী করে ?'

'আমি একবার মিষ্টি, ছোট একটি গল্প লিখেছিলাম। ভালোবাসা আর আত্মত্যাগ নিয়ে কাহিনী। কিন্তু এক মহা নির্বোধ—' হঠাৎ থেমে গেল ও। 'তুমি বলতে চাইছ তোমাদের অনগ্রসর মাটির পৃথিবীতেও আমাদের অগ্রসর পৃথিবীর মতো সম্পাদক আছে ?'

'দৃশ্যত তেমনটিই রয়েছে,' জবাব দিলাম আমি।

www.banglainternet.com

মাথা নাড়ল অ্যাজাজেল। 'আসলে সব বুদ্ধিমান সমাজই এক রকম। আমরা সকল সুপার ফিসিয়ালিটিক, যেমন বায়োলজিক্যাল মেকআপ, মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি, নৈতিক সংবেদনশীলতা ইত্যাদি থেকে আলাদা হলেও বেসিক একটা দিকে কোনো অমিল নেই— প্রতিটি সম্পাদকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য একই রকম।'

(তবে, ওল্ডম্যান, আমি জানি সম্পাদকদের সাথে আপনার কোনো বিবাদ নেই, কারণ আপনি হচ্ছেন ম্যাদামারা টাইপের মানুষ।)

'এ অবস্থায় কোনো পরিবর্তন কি তুমি করতে পার না, হে বিশ্বজনীন শক্তিমান?'

এক মুহূর্ত ভেবে অ্যাজাজেল বলল, 'বিশেষ কোনো সম্পাদকের সাইকিক মেকআপের কিছু লক্ষণ আমার জানতে হবে। তোমার বন্ধু নিশ্চয়ই কোনো সম্পাদকের কাছ থেকে লেখা মনোনীত না হবার রিজেকশন স্লিপ পেয়েছে।'

'তা পেয়েছে, মহান।'

'ওই স্লিপের শব্দ এবং গন্ধ আমাকে প্রয়োজনীয় তথ্য যোগাতে সাহায্য করবে। কোনো সম্পাদকের নৈতিক চরিত্র হয়তো পুরোপুরি বদলে দিতে পারব না, তবে শয়তানি কমাতে পারব যথেষ্ট পরিমাণে—'

প্রফেসর ড্যানডারের একটা রিজেকশন স্লিপ কৌশলে, তার অফিসের ফাইল ঘেঁটে আগেই হাতিয়ে নিয়েছিলাম। ওটাই অ্যাজাজেলকে দিলাম। তারপর ড্যানডারের পেছনে লাগলাম যে অফিস থেকে ওর লেখা ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে রিজেকশন স্লিপসহ, ওই পত্রিকায় আবার ওর লেখা পাঠানোর জন্যে।

এক্ষেত্রে, ওল্ডম্যান, আপনার কাছ থেকে শেখা ছোট একটি কৌশল অবলম্বন করলাম। ওকে বললাম, 'ড্যানডার, দোস্তো, তোমার এই লেখাটা ওই অযোগ্য সম্পাদকের কাছে পাঠিয়ে দাও একটা চিঠিসহ। ওতে লেখা থাকবে, 'সম্পাদকের পরামর্শ অনুযায়ী আমি প্রয়োজনীয় সমস্ত পরিবর্তন করেছি, ফলে লেখাটির অবিশ্বাস্য রকম উন্নতি ঘটেছে। আপনাদের সাহায্যের জন্যে আমার কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন।" '

প্রথমে হালকাভাবে আপত্তি তুলল ড্যানডার, যুক্তি দিল সে তার লেখার কোনো পরিবর্তন করেনি আর বিবৃতিটিও আসল ঘটনার সঙ্গে কোনোভাবেই সম্পৃক্ত নয়। আমি বোঝালাম তার দরকার লেখাটি ছাপা হওয়া, তার তো আর বয় স্কাউট ব্যাজের দরকার নেই।

www.banglainternet.com

এক মুহূর্ত ভেবে সে বলল, 'তুমি ঠিকই বলেছ। যেহেতু আমি স্কাউটদের কোনো পরীক্ষায় কখনো পাস করতে পারিনি কাজেই বয় স্কাউট ব্যাজের আমার দরকারও নেই। আমি বিজ্ঞানী হিসেবে পরিচিতি চাই।'

লেখাটি পাঠিয়ে দিল ড্যানডার। দুই মাস পরে ছাপা হল ওটা। মার্টিনাস অগাস্টাস ড্যানডার যে কত খুশি হয়েছিল তা আপনি ভাবতেও পারবেন না। ও ক্যাফেটেরিয়ায় নিয়ে গিয়ে আমাকে পেট পুরে খাওয়াল। (মাথা ঝাঁকানো বন্ধ করুন, ওল্ডম্যান। আর প্রুফের দিকে হাত বাড়ানোরও দরকার নেই। কারণ আমার গল্প এখনো শেষ হয়নি।)

ওই সময় শীতে আমি গ্রামে, আমার এক বন্ধুর বাড়িতে চলে যাই। ওকে বরফের ওপর কিভাবে হাঁটতে হবে তা শেখানোর জন্যে। গল্পটা আপনাকে বলেছি বোধহয়। ওই কারণে তিন/চার মাস প্রফেসর ড্যানডারের সঙ্গে দেখা হয়নি আমার।

ফিরে এসেই ওর খোঁজ করলাম। আমি তখন নিশ্চিত যে শূন্য থেকে শক্তি উৎপাদন করার ক্ষমতা অর্জন করেছে বলে ড্যানডারের সঙ্গে কোনো জাপানি ফার্মের প্রাথমিক কথাবার্তা হয়ে গেছে ওখানে জয়েন করার ব্যাপারে। ও এখন বার্গার কিং-এ আমাকে ডিনার খাওয়াবে ভেবে এক বোতল বিশেষ কেচাপ নিয়ে একদিন ওর অফিসে গেলাম।

গিয়ে দেখি দেয়ালের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ড্যানডার। তিন দিনের না কামানো দাড়ি মুখে, স্যুটের দশা দেখে মনে হল গত তিন দিন এটা পরেই ঘুমিয়েছে ও, যদিও চোখ দেখে মনে হল না আদৌ ঘুমিয়েছে কি না। আমি এ রকম চেহারায় ওকে দেখব আশাই করি নি।

বললাম, 'প্রফেসর ড্যানডার, কী হয়েছে?'

নিষ্প্রভ চোখে আমার দিকে তাকাল সে। 'জর্জ?' যেন চিনতে পারছে না আমাকে।

'হ্যাঁ, আমি,' বললাম।

'ওতে কাজ হয়নি, জর্জ,' ম্লান গলায় বলল সে, 'তুমি আমাকে শেষ করেছ।'

'শেষ করেছি! কিভাবে?'

'লেখাটা। ওটা ছাপা হয়েছিল। সবাই পড়েছে। যারা পড়েছে প্রত্যেকে ওটার মধ্যে ম্যাথামেটিক্যাল ভুল পেয়েছে। প্রতিটি মানুষ আলাদা আলাদা

www.banglainternet.com

ভুল বের করেছে। তুমি আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছ, জর্জ। বলেছিলে আমার সমস্যার সমাধান করে দেবে। কিন্তু দাওনি। এখন একটা কাজ বাকি আছে, জর্জ। রাস্তার ধারের ক্যাফেটেরিয়ায় খাবারের বিল বাকি পড়ে রয়েছে। তুমি একা ১১৬.৫০ ডলার দামের পিজা খেয়েছ, জর্জ। টাকাটা তোমাকে দিয়ে দিতে হবে।'

শুনে আতঙ্ক বোধ কলাম। আমার বন্ধুরা যদি আমাকে এভাবে বিল দিতে বলে তাহলে আমি শেষ!

আমি বললাম, 'প্রফেসর ড্যানডার, আমি তোমার সঙ্গে প্রতারণা করিনি। আমি বলেছিলাম তোমার লেখা ছাপাবার ব্যবস্থা করে দেব। তাই করেছি। তোমার অঙ্ক নিয়ে কোনো গ্যারান্টি আমি দিইনি। কী করে ভাবলে তোমার অঙ্কের ভুলের কথা আমি জানি?'

'ভুল ছিল না,' গমগমে গলায় বলল প্রফেসর। 'আমার অঙ্কে কোনো ভুল ছিল না।'

'তাহলে ওইসব প্রফেসররা যে ভুল পেয়েছেন?'

'গর্দভ। সবক'টা গর্দভ। কিছু অঙ্ক জানে না।'

'কিন্তু প্রত্যেকে আলাদা আলাদা ভুল ধরেছে।'

'সত্যি বলতে কি,' প্রফেসরের কণ্ঠ আবার স্বাভাবিক হয়ে এল। চকচক করছে চোখ। ব্যাপারটা আগেই আমার লক্ষ করা উচিত ছিল। ওরা তো অযোগ্যের দল। নিজেদের অঙ্কের ব্যাপারটা যদি ওরা বুঝতে পারত তাহলে সবাই একই ভুল দেখতে পেত।' চোখ থেকে চকচকে ভাবটা আবার অদৃশ্য হয়ে গেল, কণ্ঠে ফুটল হতাশা। 'কিন্তু ওদের ভুল ধরে লাভ কি? ওরা আমার খ্যাতি ধ্বংস করে দিয়েছে। আমি সবার চোখে হাসির পাত্রে পরিণত হয়েছি। যদি না— যদি না—'

হঠাৎ উঠে বসল ও, চেপে ধরল আমার হাত, 'যদি না ওদেরকে আমি দেখিয়ে দিতে পারি।'

'কিভাবে ওদেরকে দেখিয়ে দেবে, প্রফেসর?'

'এখন পর্যন্ত আমার কাছে একটাই থিওরি আছে, এক লাইন আর্গুমেন্ট, একটি জটিল ম্যাথমেটিক্যাল ডেমনস্ট্রেশন। এটা নিয়ে কেউ কেউ তর্ক করতে পারে, যুক্তিও খণ্ডন করতে পারে। তবে আমি যদি আমার পার্টিকল আর অ্যান্টিপার্টিকল সৃষ্টি করতে পারি। যদি এটা প্রচুর পরিমাণে তৈরি করা যায় এবং শূন্য থেকে যথেষ্ট পরিমাণ শক্তি তৈরি করতে পারি—'

'কিন্তু পারবে কি?'

www.banglainternet.com

'একটা না একটা উপায় নিশ্চয়ই আছে। আমাকে ভাবতে হবে—ভাবতে হবে—' দুই তালুর মধ্যে মাথা গুঁজে দিল সে। 'ভাবতে হবে,' বিড়বিড় করল ও। 'ভাবতে হবে।'

তারপর মুখ তুলে চাইল আমার দিকে, চোখ কুঁচকে আছে। 'সত্যি বলতে কি, কাজটা আগেও একবার করা হয়েছে।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। আশি বছর আগে জনৈক রাশান শূন্য থেকে শক্তি উৎপাদনের একটি মেথড নিয়ে কাজ করেছিল। ১৯০৫ সালে, তখন আইনস্টাইন মাত্র কোয়ান্টাম থিওরি প্রকাশ করেছেন ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্টের ওপর, ওখান থেকে ধারণা নিয়ে—'

এবার যে একটু সন্দেহ হল না আমার, তা নয়। জিজ্ঞেস করলাম, 'কী নাম সেই রাশানের?'

'আমি কী করে জানব?' রাগ রাগ গলায় বলল ড্যানডার, 'তবে সে এ পৃথিবীর বুকেই প্রচুর পার্টিকল তৈরি করে গেছে আর মহাশূন্যে সমপরিমাণ অ্যান্টিপার্টিকল তৈরি করেছে। ওটা ছিল স্রেফ একটা পরীক্ষা। ওরা পরস্পরের প্রতি বাঁকা হয়ে আবহাওয়া মন্ডলে মিলিত হয়। এটা ১৯০৮ সালের ঘটনা। সাইবেরিয়ায় তুঙ্গুসকা নদীর কাছে ঘটনা ঘটে। নাম দেয়া হয়েছিল "তুঙ্গুসকা ঘটনা"। কেউ জানে না আসলে কী ঘটেছিল। চল্লিশ মাইল এলাকার প্রতিটি গাছ শূন্যে উঠে গিয়েছিল। অথচ কোনো জ্বালামুখ বা খাদের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়নি। কিন্তু আসল ঘটনা আমরা জানি, না?'

উত্তেজিত হয়ে উঠছিল ড্যানডার, মেঝেতে লাফাচ্ছিল ও দু' হাতের তালু ঘষতে ঘষতে। উৎসাহে জ্বলজ্বল করছিল চেহারা। 'ওই রাশান, সে যে-ই হোক না কেন, সাইবেরিয়ার মাঝখানে পরীক্ষাটা করেছিল ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে। তবে সন্দেহ নেই, বিস্ফোরণে সে মারা পড়ে। আজকাল তো আমরা বহু দূর থেকে রেডিও সিগন্যালের মাধ্যমে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাতে পারি।'

ওর কথা শুনে শ্রদ্ধাবোধ করলাম। 'ড্যানডার, এ রকম বিপজ্জনক কোনো পরীক্ষা চালাবার ইচ্ছা আশা করি তোমার নেই।'

'চালাব না বুঝি?' শয়তানি হাসি ফুটল ওর মুখে। ঠিক তখন ওর মধ্যে পাগলামির লক্ষণগুলো দেখতে পেলাম আমি। এজন্যেই আপনাকে বলেছিলাম ও একটা পাগল বৈজ্ঞানিক।

www.banglainternet.com

'আমি ওদের দেখিয়ে দেব,' চিৎকার করে উঠল সে। 'সবাইকে দেখিয়ে দেব। ওরা দেখতে পাবে শূন্য থেকে শক্তি সৃষ্টি করা যায় কি যায় না। আমি এমন এক বিস্ফোরণ ঘটাব যে পৃথিবী তার ভিত্তিমূলে পর্যন্ত নাড়া খাবে। তখনো কি ওদের আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করার সাহস হবে?'

হঠাৎ আমার দিকে ঘুরল ড্যানডার। 'বেরোও! বেরোও! আমি ভালো করেই জানি তুমি আমার আইডিয়া চুরির মতলব করেছ। কিন্তু তা হতে দেব না। আমি তোমার বুক চিরে হৃৎপিণ্ড বের করে গুঁড়িয়ে ফেলব।' বলে ডেস্কে রাখা ধারাল একটা যন্ত্র তুলে নিয়ে আমার দিকে তেড়ে এল ড্যানডার। বিড়বিড় করে কী যেন বলছে।

আমি আমার আত্মসমর্পণ বিসর্জন দিয়ে 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা' নীতি পালন করলাম। ড্যানডার ধরার আগেই আমি এক ছুটে রাস্তায়।

তারপরে আর ড্যানডারের টিকিটিও দেখিনি। ও ফ্ল্যাবাশ সিএসপিএস—এতেও ছিল না।

তো পাগল বৈজ্ঞানিক নিয়ে এই হল আমার গল্প।

আমি জর্জের দিকে তাকিয়ে সরল গলায় জানতে চাইলাম, 'এসব কবেকার ঘটনা, জর্জ?'

'বহু বছর আগে।'

'তোমার কাছে নিশ্চয়ই প্রফেসর ড্যানডারের পেপারের রিপ্রিন্ট আছে?'

'না, ওল্ডম্যান, সত্যি বলতে কি, নেই।'

'কোনো রেফারেন্স ধরো যে পত্রিকায় লেখাটি ছাপা হয়েছিল।'

'বলতে পারব না, ওল্ডম্যান। কারণ এসব ছোটখাট ব্যাপারে আমার কোনো আগ্রহ নেই।'

'তোমার গল্পের একটা বর্ণও আমি বিশ্বাস করিনি, জর্জ। যখন বলছিলে তোমার পাগল বৈজ্ঞানিক ম্যাটার আর অ্যান্টিম্যাটার নিয়ে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটাবে, পুরোটাই আমার কাছে আজগুবি মনে হয়েছে।'

'মনের শান্তি পাবার জন্যে আপনি এ রকম কিছু ভাবতেই পারেন,' শান্ত গলায় বলল জর্জ। 'তবে ড্যানডার এ পৃথিবীর কোথাও বসে এখনো কাজ করছে। শুনেছি সে পটোম্যাক নদীর ধারে তুঙ্গুসকা ঘটনা'র পুনরাবৃত্তির চিন্তা ভাবনা করছে। তারপর বিস্ফোরণ ঘটাবে সাইবেরিয়ার মাঝখানে, সম্ভবত গোবি মরুভূমিতে এবং ওয়াশিংটন ডিসিতে। আর

www.banglainternet.com

শেষের বিস্ফোরণটা ঘটার পরে আমেরিকান সরকারের যারা বেঁচে থাকবে তারা ভাববে সোভিয়েতরা তাদের ওপর হামলা চালিয়েছে এবং প্রতিশোধ নিতে তারাও পাল্টা হামলা চালিয়ে যাবে। ব্যস, শুরু হয়ে যাবে পারমাণবিক যুদ্ধ এবং ধ্বংস হয়ে যাবে পৃথিবী। যাকগে, আপনি আমাকে পঞ্চাশটা ডলার ধার দিতে পারবেন, ওল্ডম্যান ?'

'কেন ?'

'কারণ ড্যানডার পরীক্ষা সফল হলে টাকার মূল্যে হারিয়ে যাবে। এবং আপনিও সব হারাবেন। তখন টাকা দিয়ে কী করবেন ? কাজেই পঞ্চাশ ডলার ধার দিতে আপত্তি কি ?'

'কিন্তু ড্যানডার যদি সফল না হয় ?'

'সেক্ষেত্রে পৃথিবীর মানুষ রক্ষা পেল ভেবে আপনি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারবেন। আর এই স্বস্তি নিয়েও পঞ্চাশ ডলার ধার দেয়ার মতো বড় মনের মানুষ কি আপনি হতে পারবেন না ?'

আমি ওকে পঞ্চাশ ডলার দিলাম।

অনুবাদ : অনীশ দাস অপু

www.banglainternet.com